যুগান্তর

তারিখ ... 23 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ .....

সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষক এখনও জুনের এমপিও পাননি

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা জুন মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ বা এমপিও এখনও পাননি। ৫ তারিখের মধ্যে ওই অর্থ দেয়ার রীতি থাকলেও তা মানা হয়নি। সারাদেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষক এমপিও সুবিধা পেয়ে থাকেন। যোগ্যতার অংশে অর্থ ছাড় না করায় শিক্ষকদের মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে।

বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিও প্রদানে এই বিলম্বে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শিক্ষক সংগঠনগুলো। সরকারপন্থী ও বিরোধী বলে পরিচিত শিক্ষকদের বড় দুটি মোর্চাই এ নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। পৃথক বিবৃতিতে তারা অনতিবিলম্বে ওই অর্থ ছাড়ের আহ্বান জানিয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ যুগান্তরকে জানান, এমপিওর বিল করে তা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে ইতিমধ্যে চেক পাস হয়েছে। এমনকি তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমাও দেয়া হয়েছে। যথাসম্ভব এমপিওর অর্থ তুলতে পারবেন শিক্ষকরা। তিনি বলেন, এমপিওর সেশন হচ্ছে জুন থেকে মে। সে হিসাবে জুন অর্থবছরের প্রথম মাস। প্রথম মাসের বিবেচনায় অর্থ ছাড় সংক্রান্ত জটিলতা থাকে। শিক্ষকদের এই বাস্তব সমস্যা অনুধাবনের আহ্বান জানান তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মে মাসের বেতন দিতেও বিলম্ব হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থবছরের শেষের মাস হিসাবে অর্থ সংস্থানগত কিছু জটিলতা ছিল। তিনি বলেন, এ সমস্যা প্রতিবছরই হয়ে থাকে। গত বছরও সমস্যার কারণে জুন-জুলাইয়ের বেতন একসঙ্গে দেয়া হয়েছিল। সেই বিচারে বরং সরকার এবার এগিয়ে রয়েছে। নাম প্রকাশ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, শিক্ষকদের এমপিও'র অর্থ রাষ্ট্রমন্ত্র চারটি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতিশোধ করা হয়ে থাকে। ব্যাংকগুলোকে জেলা ভাগ করে দেয়া হয়েছে। সোনালী, রূপালী, অগ্রণী ও জনতা— এই চারটি ব্যাংকে প্রতি মাসের শুরুতে চেক জমা দেয়া হয়। এবারও এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের জুন মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশের ১২টি চেক রোববার অনুমান বণ্টনকারী

উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়ছে

ব্যাংকে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২৯ জুলাই পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যাংক থেকে শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের স্ব-স্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরের মাধ্যমে বেতন-ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন করতে পারবেন। ওই কর্মকর্তার অভিযোগ, অর্থবছরের শুরুতে প্রতিবছরই একটা সমস্যা হয়। কিন্তু ব্যাংকগুলো এই সমস্যাকে পুঁজি করে শিক্ষকদের বিলম্বে অর্থ পরিশোধ করে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথাও জানান তিনি। রোববার পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকরা বেতনের অর্থ তুলতে পারেননি বলে জানা গেছে। জানা গেছে, এমপিওর ব্যাপারে রয়েছে দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এমপিওর অর্থ বেতন নয়, অনুদান হিসেবে দেয়া হয়। ওই অর্থ ব্যয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগে। তা হয়ের অনুমতি পেলেও পৃথকভাবে অন্তত একটি আদেশ (জিও) জারি করতে হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। সেই আদেশ এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ভাউচার পাঠাতে হয় মহাহিসাব নিরীক্ষকের (এজি) কার্যালয়ে। সেখানে চেক স্বাক্ষর হলে তা আবার পাঠাবে হয় বিভিন্ন ব্যাংকে। এজির ছাড়পত্র পাওয়ার পর মাউশি ওই চেকগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পাঠায়। এভাবে প্রক্রিয়া শেষ করতে অন্তত এক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, যথাসময়ে চেক ছাড় করলেও ব্যাংকগুলো নিজেদের কাছে অর্থ ধরে রাখার লক্ষ্যে দিনের পর দিন ঘুরিয়ে থাকেন। নানা ছলচাতুরীর মাধ্যমে অর্থ প্রদানে বিলম্ব করে থাকে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনতিবিলম্বে অর্থ পরিশোধের আহ্বান জানিয়েছে শিক্ষক সংগঠনগুলো। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট রোববার শুরুতে জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহেও এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের হাতে জুন মাসের সরকারি বেতন না পৌঁছানোয় জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের জুন মাসের বেতন এখনও প্রদান না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ গোলাম তুঁইয়া বলেন, পরের মাসের ৫ তারিখের মধ্যে বেতন-ভাতার অর্থ ছাড় করার কথা। কিন্তু রোববার পর্যন্ত জিও-ই ছাড় হয়নি। আর যে প্রক্রিয়া, তাতে জুনের বেতন পেতে পেতেই আরেক মাসের বেতন পাওয়ার সময় হয়ে যাবে। তিনি দাবি করেন, বর্তমান সরকার কখনোই সময়মতো এমপিওর অর্থ প্রদান করতে পারেনি।